

আহকামে রমজান ও জাকাত

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

মুহাম্মাদ নূরুন্নাযমান

অনূদিত



প্রারম্ভিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

রমজানের বিভিন্ন মাসআলা সংবলিত বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি মূলত লেখা হয়েছিল মাওলানা মুফতি জামিল আহমাদ সাহেবের অনুরোধে। যিনি ছিলেন পাকিস্তানের খ্যাতিনামা ‘দৈনিক জঙ্গ’ পত্রিকার ইসলামি পাতার প্রতিবেদক। জঙ্গের ইসলামি পাতায় এ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তবে তাতে তথ্য-উপাত্তের কোনো উদ্ধৃতি ছিল না।

পরবর্তীকালে কিছু বন্ধু আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, লেখাগুলোকে একটি পুস্তিকায় রূপ দিলে ভালো হতো। সে সময় আমার রচিত ‘জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া’ মুদ্রিত হচ্ছিল। বন্ধুদের আবেদন পূরণার্থে ‘আহকামে রমজান ওয়া জাকাত’-কে তার সাথে সংযোজিত করে ছাপা হলো।

কিন্তু এতে জাওয়াহিরুল ফাতাওয়ার ক্রেতা-পাঠকদের সুবিধা হলেও অন্যরা এই পুস্তিকা থেকে উপকৃত হতে পারছিলেন না। অনেকেই বললেন, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া একটি বড় কিতাব। সবাই এটি সংগ্রহ করতে পারবে না। তাই ‘আহকামে রমজান ও জাকাত’-কে পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলে খুবই ভালো হতো এবং সবার জন্য সংগ্রহ করা সহজ হতো। সাথে যদি প্রতিটি মাসআলার উদ্ধৃতিও সংযোজন করা যেত, তাহলে লেখাটি আরও মানসম্মত হতো।

কিন্তু আমার হাতে এতটা ফুরসত ছিল না যে, উদ্ধৃতি সংযোজন করে নতুন করে আবার ছাপার ব্যবস্থা করব। তাই আমার একান্ত আস্থাভাজন সহকর্মী মাওলানা মুফতি সালেহ মুহাম্মাদ কারুড়ী সাহেবকে কাজটির কথা বললাম। তিনি বেশ আনন্দচিত্তে সাড়া দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করলেন, ফলে পুস্তিকাটি পৃথকভাবে ‘আহকামে রমজান ওয়া জাকাত-মুদাঞ্জাল’ (দলিলসহ রমজান ও জাকাতের বিধান) নামে করাচি থেকে ছাপা হলো।

এবার নতুন কিছু মাসআলা সংযোজন করে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের জন্য দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপক ফায়দার উদ্দেশ্যে খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসার দারুল ইফতার পক্ষ থেকে ছাপার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দারুল ইফতার কতিপয় সুহাদ বন্ধু এ ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন এবং তাদের চরিত্র মাধুর্যে আরও উন্নতি দান করুন। আমিন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী (রহিমাথুল্লাহ)

১লা রজব, ১৪৩১ হিজরি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাহে রমজানের কিছু ফজিলত ও রোজা না রাখার পরিণাম.....	১২
রোজা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ইবাদত.....	১২
রমজান মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য.....	১৩
প্রথম বৈশিষ্ট্য.....	১৩
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য.....	১৩
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য.....	১৪
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য.....	১৪
রমজানের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য.....	১৫
রমজানের রোজা না রাখার পরিণাম.....	১৬
প্রথম হুঁশিয়ারি.....	১৬
দ্বিতীয় হুঁশিয়ারি.....	১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোজা-সংক্রান্ত কিছু মাসাইল.....	১৮
রোজা কার ওপর ফরজ, কার ওপর ফরজ নয়.....	১৮
ফিদিয়ার বিধান.....	১৯
নিয়তের বিধান.....	১৯
রোজার কতিপয় সুন্নাত.....	২০
রোজাদারের জন্য নাজায়েজ ও মাকরুহ কাজ.....	২২
রোজা ভঙ্গের বিষয়.....	২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোজার বিবিধ মাসআলা.....	৩০
যে দেশে চাঁদ দেখা যায় না এবং যে দেশে দিন বড়.....	৩০

রোজা অবস্থায় যেসব কাজ করা ঠিক নয়.....	৩০
যে কাজে রোজা ভঙ্গ হয় না	৩১
রমজানে অসুস্থদের বিধান.....	৩২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারাবিহ-সংক্রান্ত কিছু মাসাইল.....	৩৪
তারাবিহর ওয়াক্ত, নিয়ত, রাকাত সংখ্যা ও জামাত.....	৩৪
একই সাথে কয়েকটি জামাত.....	৩৫
প্রতি চার রাকাতের পর.....	৩৫
ইমামের বয়স, অবস্থা এবং সংখ্যা ও পরিবর্তনের সময়.....	৩৫
খতম তারাবিহর কিছু মাসাইল.....	৩৬
বিনিময় নিয়ে তারাবিহতে কুরআন খতম.....	৩৭
প্রচলিত শবিনা খতম.....	৩৭
তারাবিহর রাকাত-সংখ্যায় মতবিরোধ বা ভুল হলে	৩৮
তারাবিহর ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ভুল.....	৩৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইতেকাফ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা.....	৪১
ইতেকাফের অর্থ.....	৪২
ইতেকাফের প্রকারভেদ.....	৪২
ওয়াজিব ইতেকাফ.....	৪২
ইতেকাফের মানত কীভাবে করতে হয়?.....	৪৩
সময় হিসেবে মানত দুই প্রকার.....	৪৪
অনির্দিষ্ট সময়ের মানতের বিধান.....	৪৫
সুন্নাত ইতেকাফ.....	৪৭
সুন্নাত ইতেকাফের শুরু ও শেষ.....	৪৮
ইতেকাফের নিয়ত.....	৪৯
ইতেকাফ শুরু করলে পূর্ণ করা আবশ্যিক.....	৪৯
ইতেকাফের লোক পাওয়া না গেলে.....	৪৯
ইতেকাফ সম্পর্কে কয়েকটি পরামর্শ.....	৫০
ইতেকাফের স্থান.....	৫১
যারা ইতেকাফ করবে.....	৫১
যে মসজিদে ইতেকাফ করবে.....	৫২

ইতেকাফের সময় মসজিদে যেসব কাজের অনুমতি আছে.....	৫৩
ইতেকাফ অবস্থায় কখন মসজিদ থেকে বের হতে পারবে.....	৫৫
ইতেকাফ ভঙ্গকারী বিষয়.....	৫৬
মহিলাদের ইতেকাফের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা.....	৬০
ইতেকাফের দিনগুলোতে করণীয়.....	৬১
ইতেকাফের ফজিলত ও তার উপকারিতা.....	৬৩
নফল ইতেকাফ.....	৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাকাতের উপকারিতা ও জাকাত অনাদায়ের ভয়াবহতা.....	৬৬
মাহে রমজানে জাকাত আদায়ের ফজিলত.....	৬৬
জাকাত আদায় করা ফরজ.....	৬৭
জাকাত আদায়ের উপকারিতা.....	৬৮
জাকাত না দেওয়ার ভয়াবহতা.....	৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাকাতের নেসাব, জাকাতযোগ্য সম্পদ ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসাইল.....	৭১
শুধু স্বর্ণের নেসাব.....	৭১
শুধু রূপার নেসাব.....	৭১
অলঙ্কারের জাকাত-বিষয়ক মাসাইল	৭১
স্বর্ণ-রৌপ্যের মিশ্রিত নেসাব.....	৭২
নগদ টাকার নেসাব.....	৭২
লাভের জন্য মজুতকৃত দামী পাথরের জাকাত.....	৭৩
গৃহসামগ্রীতে জাকাত নেই.....	৭৩
মণি-মুক্তা, দামী পাথর ও ধাতুনির্মিত অলঙ্কারে জাকাত নেই.....	৭৩
প্রাইজবন্ড ও অন্যান্য সার্টিফিকেটের জাকাত.....	৭৩
মৌখ পরিবারের জাকাত	৭৩
নাবালেগের সম্পদের জাকাত.....	৭৪
ব্যবসার সম্পদের জাকাত.....	৭৫
স্থাবর সম্পত্তির জাকাত.....	৭৬
কল-কারখানা ও মিল-ফ্যাক্টরির জাকাত.....	৭৭
প্রভিডেন্ট ফান্ডের জাকাত.....	৭৭

প্রাইজবন্ডের জাকাত.....	৭৮
সোনা-রূপার জাকাত কোন মূল্যের ওপর দেওয়া হবে?.....	৭৯
ইন্সুরেন্স বা বিমার জাকাত.....	৭৯
ঔষধের জাকাত.....	৭৯
মুরগির ফার্মের জাকাত.....	৮০
মাছের খামারের জাকাত.....	৮১
ডেইরি ফার্মের জাকাত.....	৮১
আমানতের টাকার জাকাত.....	৮১
ব্যাংকের টাকা ও কোম্পানির শেয়ারের জাকাত.....	৮১
পেট্রোল পাম্পের জাকাত.....	৮২
চাঁদার টাকার জাকাত.....	৮২
শেয়ারের জাকাত.....	৮৩
গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটার জন্য সঞ্চয়িত অর্থের জাকাত.....	৮৩
ঋণের জাকাত.....	৮৪
মোবাইলের জাকাত.....	৮৪
বাড়ির জাকাত.....	৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাকাত প্রদানের উপযুক্ত খাত.....	৮৫
---------------------------------	----

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাকাত আদায়ের পদ্ধতি.....	৮৯
---------------------------	----

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবিধ মাসআলা.....	৯৩
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জাকাত আদায়.....	৯৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সদকায়ে ফিতির আদায়ের বিধান.....	৯৪
----------------------------------	----

প্রথম অধ্যায়

রমজান, রোজা, তারাবিহ ও ইতেকাফ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাহে রমজানের কিছু ফজিলত ও রোজা না রাখার পরিণাম

রোজা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ইবাদত

রোজার ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ইবাদত। হজরত আদম আ. থেকে নিয়ে হজরত মুহাম্মাদ মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۰﴾

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারো।’^১

গুনিয়াতুত তালেবিনে আছে, হজরত আদম আ. যখন জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন সূর্যের তাপে তার গোটা দেহ কালো হয়ে গেল। তাই তাকে প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখতে বলা হলো। এ তিন দিনকে বলা হয় ‘আইয়ামে বিজ’। হজরত আদম যখন প্রথমবার রোজা রাখলেন, তার দেহের এক তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে গেল। যখন দ্বিতীয় দিন রোজা রাখলেন, তখন দেহের দুই তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে গেল। যখন তৃতীয় দিন রোজা রাখলেন, তখন পূর্ণ দেহ সাদা হয়ে গেল।^২

এভাবে হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে প্রত্যেক উম্মতের ওপর রোজা ফরজ ছিল। তবে ধরনে পার্থক্য ছিল। এখানে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না যে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য কোন মাসে এবং কতদিন রোজা ফরজ ছিল। সে আলোচনা বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে।

যাহোক, নবীকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য রমজান মাসকে রোজার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

^১ সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩

^২ গুনিয়াতুত তালেবিন : ৫৪৬

রমজান মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য

রমজানকে নির্বাচনের মূল রহস্য তো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে কুরআন-হাদিসের আলোকে বলা যায়, এ মাসের এমন কিছু ফজিলত রয়েছে, যা অন্য মাসে নেই। এখানে রমজান মাসের কিছু ফজিলত আলোচনা করা হলো।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

রমজানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এ মাসে সমস্ত আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। বিশেষত কুরআনুল কারিম। সে কথাই সোষিত হয়েছে এ আয়াতে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

‘রমজান মাস, যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে আল-কুরআন।’^১

তাফসিরে মাজহারিতে বর্ণিত হয়েছে,

- রমজানের প্রথম তারিখে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর সহিফা নাজিল করা হয়, যার সংখ্যা ছিল দশটি।
- এর সাতশত বছর পর রমজানের ছয় তারিখে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল করা হয় তাওরাত।
- এর পাঁচশত বছর পর রমজানের তেরো তারিখে হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল করা হয় যবুর।
- এর বারোশত বছর পর রমজানের আঠারো তারিখে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল করা হয় ইনজিল।
- এর ছয়শত বছর পর রমজানের ২৪ তারিখে লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে পূর্ণ কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ করা হয়।
- সবশেষে এ মাসের এ তারিখেই শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা শুরু হয়।^২

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, রমজানে নফলের মর্যাদা ফরজের সমান হয়ে যায়। আর ফরজের মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হজরত সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত,

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ قَدْ أَطْلَقَكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، فَارْضَ اللَّهُ

^১ সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫

^২ তাফসিরে মাজহারি : ২/১৮১, রুহুল মাআনি : ২/২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ রোজা-সংক্রান্ত কিছু মাসাইল

রোজা কার ওপর ফরজ, কার ওপর ফরজ নয়

মাসআলা : রমজানের রোজা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজে আইন।^১ এটা কুরআন-হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি একথা অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। আর বিনা ওজরে কেউ রোজা না রাখলে সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত, ফাসেক ও চরম হতভাগ্য।^২

মাসআলা : কাফের, নাবালেগ ও পাগলের ওপর রমজানের রোজা ফরজ নয়। তবে দশ বছরের শিশুদেরকে রোজা রাখার আদেশ করা পিতা-মাতা বা অভিভাবকের জন্য জরুরি।^৩

১. ‘ফরজ’ ইসলামি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এর অর্থ এমন বিধান যা কুরআন-হাদিস দ্বারা অকট্যভাবে প্রমাণিত এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্যপালনীয়। ফরজ দুই ধরনের। ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া। ‘ফরজে আইন’ অর্থ এমন বিধান যা প্রত্যেক মুসলমানকে নিজে পালন করতে হয়, একজন পালন করলে অন্যজনের পক্ষ থেকে আদায় হয় না। যেমন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ফরজে কেফায়া অর্থ এমন বিধান যা কিছু মানুষ আদায় করলে অন্যদের পক্ষ থেকেও আদায় হয়ে যায়। যেমন, জানাজার নামাজ। -অনুবাদক।

২. ^১ والدليل على فرضية صوم شهر رمضان : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول ،
أما الكتاب : فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } وقوله { كتب عليكم } أي : فرض ، وقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً }
وقوله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع : { أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم }
وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان ، لا يجدها إلا كافر ، الخ.
كذا في البدائع الصنائع ج ٢ ، ص ٥٧ ، وكذا في الهداية ج ١ ص ١١٢ ،

৩. ^২ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داؤد. كذا في زجاجة المصباح.
وشرط وجوبه الاسلام والعقل والبلوغ،
كذا في الهندية ج ١ ص ٥٩١ ، وفي البحر الرائق ج ٢ ص ٧٥٢ ، وفي التاتارخانية ج ٢ ، ص ٤٣٥

মাসআলা : অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য রোগ ও সফরের সময় রোজা রাখা জরুরি নয়। তবে মুসাফিরের জন্য উত্তম হলো, কষ্ট না হলে রোজা রাখবে। যাতে পরে কাজা রোজার বোঝা বহন করতে না হয়।^১

মাসআলা : মহিলাদের জন্য ঋতু চলাকালীন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি রমজানের মধ্যেই পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট রোজাগুলো রাখতে হবে। আর রমজানের পরে ঋতুর সময় ছুটে যাওয়া রোজাগুলো কাজা করে নেবে।^২

ফিদিয়ার বিধান

মাসআলা : যতদিন পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার আশা আছে, ততদিন রোজার বদলায় ফিদিয়া দেওয়া সহিহ নয়; বরং সুস্থ হলে কাজা করতে হবে।^৩

মাসআলা : যে ব্যক্তি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে গেছে, অথবা যে স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং সুস্থতার কোনো আশাও নেই, সে প্রতিটি রোজার বদলায় ফিদিয়া আদায় করবে। ফিদিয়ার পরিমাণ হলো, পৌনে দুই সের গম বা তার মূল্য। তবে যদি ফিদিয়া দেওয়ার পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে ওই রোজাগুলো কাজা করতে হবে।^৪

নিয়তের বিধান

মাসআলা : অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় রোজারও নিয়ত করা জরুরি। ‘নিয়ত’ আরবি শব্দ, যার অর্থ অন্তরের ইচ্ছা। সুতরাং অন্তরে রোজা রাখার ইচ্ছা করাই নিয়ত। মুখে কিছু বলা জরুরি নয়। তবে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। বাংলায় এভাবে বলবে,

^১ لمسافر أو حامل أو مريض خاف الزيادة الفطر، وقضوا ما قدروا (تنوير) وفي الشامية قوله «لمسافر» خبر عن قوله الآتي «الفطر»، وأشار باللام إلى أنه مخير ولكن الصوم أفضل إن لم يضره، -

কذا في الشامية ٢، ص ١٢٤، وكذا في التاتارخانية ج ٢، ص ٣٨٣، وكذا في الهداية ج ١، ص ١٢٢

^২ ومنها الطهارة عن الحيض والنفاس فانها شرط صحة الاداء باجماع الصحابة رضى الله عنهم بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٨ بحر الرائق ج ٢ ص ٧٥٢ شرح نقاياه ج ١ ص ٤٠٤ شامى ج ٢ ص ٢٧٣. ولو طهرت ليلا صامت الغد ان كانت ايام حيضها عشرة وان كانت دونها فان ادركت من الليل مقدار الغسل وزيادة ساعة لطيفة تصوم هندية ج ١ ص ٧٠٢ الا انه يجب عليهما قضاء الصوم لغوات صوم رمضان عليهما ولقدترهما على القضاء في عدة ايام اخر من غير حرج، بدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٨ هداية ج ١ ص ٤٢٢

^৩ اما وجوب الفداء فشرطه العجز عن القضاء عجز الا ترجى معه القدرة في جميع عمره بدائع الصنائع ج ٢ ص ٥٠١

^৪ وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى (تنوير) قال ابن عابدين تحت قوله “وللشيخ الفاني” المريض اذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض در مختار مع رد المحتار ج ٢ ص ٧٢٤. بحر الرائق ج ٢ ص ٦٨٢، فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر او زبيب او صاع من تمر او شعير كصدقة الفطر (الى ان قال) ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لان الشرط الخلفية استمرار العجز في الصوم البحر الرائق ج ٢ ص ٦٨٢ هندية ج ١ ص ٧٠٢ بدائع الصنائع ج ٢ ص ٥٠١

‘আমি আগামী দিনের রোজা রাখার নিয়ত করছি। আরবিতে বলতে চাইলে এভাবে বলতে পারে,

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ عَدًّا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذَا

‘আমি আগামীকাল আল্লাহর জন্য এই রমজানের ফরজ রোজা রাখার নিয়ত করলাম।’^১

মাসআলা : রমজানের রোজার নিয়ত করার সময়—রাতে শুরু থেকে পরবর্তী দিনের দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত। তবে রাতে নিয়ত করে নেয়াই উত্তম।^২

মাসআলা : রোজার জন্য সাহরি খাওয়া সুন্নাত। মুখে কিছু না বললেও শুধু সাহরি খাওয়াটাই নিয়তের স্থলাভিষিক্ত।^৩

মাসআলা : রাতে রোজার নিয়ত করার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোনো ধরনের পানাহার, স্ত্রী সহবাস জায়েজ। এসবের কারণে রোজার নিয়তে কোনো ত্রুটি হবে না।^৪

রোজার কতিপয় সুন্নাত

১. সাহরি খাওয়ার ক্ষেত্রে খেজুর দ্বারা সাহরি করা আলাদা সুন্নাত। ভারী খাবার খাওয়া জরুরি নয়। খাদ্য-পানীয় থেকে যা সহজলভ্য হবে, তাই খেয়ে নেবে। তাতেই সাহরির সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।^৫

^১ وشروط صحة الاداء النية والنية معرفته بقلبه ان يصوم كذا في الخلاصة هندية ج ١ ص ٥٩١ در مختار ج ٢ ص ٨٣ ، والسنة ان يتلفظ بها ولا تبطل بالمشيئة (الدر المختار) قال في الشامية: قوله والسنة اي سنة المشايخ لا النبي ﷺ لعدم ورود النطق بها عنه قوله ان يتلفظ بها فيقول نويت اصوم غدا او هذا اليوم ان نوي بها والله عز وجل من فرض رمضان' در مختار مع رد المحتار ج ٢ ص ٨٣ هندية ج ١ ص ٥٩١

^২ فيصح اداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل --- الى الضحوة الكبرى در مختار ج ٢ ص ٧٧٣ هندية ج ١ ص ٥٩١ ، بدائع الصنائع ج ٢ ص ٥٨

^৩ يسن للصائم السحور لما روى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه عن النبي ﷺ انه قال ان فضلا بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور بدائع الصنائع ج ١ ص ٥٠١ در مختار ج ٢ ص ٩١٤ بحر الرائق ج ٢ ص ٢٩٢ هندية ج ١ ص ٠٢٢ ، والتسحر في رمضان نية ذكره نجم الدين النسفي هندية ج ١ ص ٥٩١

^৪ اما الذى يرجع الى اصل الوقت فهو بياض النهار وذلك من حين يطلع الفجر الثانى الى غروب الشمس فلا يجوز الصوم في الليل لان الله تعالى اباح الجماع والاكل والشرب في الليالى الى طلوع الفجر ثم امر بالصوم الى الليل بقوله تعالى "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر" اي حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل هكذا روى عن رسول الله ﷺ انه قال الخيط الابيض والاسودهما بياض النهار وظلمة الليل ثم اتموا الصيام الى الليل فكان هذا تعيينا لليالى الفطر والنهار للصوم فكان محل الصوم هو اليوم لا الليل بدائع الصنائع ج ٢ ص ٧٧ و ٦٨

^৫ عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ونعم سحور المؤمن التمر ، رواه ابو داؤد ، زجاجة المصباح ج ١ ص ٥٥ . قال في البحر ولم ار صريحا في كلامهم انه يحصل لسنة بالماء وحده وظاهر الحديث يفيدوه وهو ما رواه احمد السحور كله بركة فل اتدعوه ولو ان جرع احدكم جرعة من ماء فان الله وملائكته يصلون